বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(বিশেষ মূল অধিক্ষেত্র)

রীট পিটিশন নং ১৭২৫৮/২০১৭

লাল মিয়া ও অন্যান্য

.....দরখাস্তকারীগণ।

-বনাম-

বাংলাদেশ সরকার ও অন্যান্য

..... প্রতিপক্ষগণ।

এ্যাডভোকেট মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির সংগে
এ্যাডভোকেট মোঃ মোজাম্মেল হক
এ্যাডভোকেট মোহাম্মদ কাওসার
এ্যাডভোকেট মোহাম্মদ মাজেদুল কাদের
এ্যাডভোকেট নূর আলম সিদ্দিকী

.....দরখাস্তকারীগণের পক্ষে।

এ্যাডভোকেট ওয়ায়েস আল হারুনী, ডেপুটি এটর্নী জেনারেল সংগে
এ্যাডভোকেট ইলিন ইমন সাহা, সহকারী এটর্নী জেনারেল
এ্যাডভোকেট শায়রা ফিরোজ, সহকারী এটর্নী জেনারেল
এ্যাডভোকেট মাহফুজুর রহমান লিখন, সহকারী এটর্নী জেনারেল

---------রাষ্ট্রপক্ষে

উপস্থিতঃ

বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল

এবং

বিচারপতি রাজিক-আল-জলিল

শুনানী তারিখঃ ২৬.১১.২০১৯, ১২.১২.২০১৯ এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ১৫.১২.২০১৯ এবং ১৭.১২.২০১৯।

বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামালঃ

দরখাস্তকারীগণ কর্তৃক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০২(২)(ক)(আ) এর অধীন দরখাস্ত দাখিলের প্রেক্ষিতে অত্র বিভাগ কর্তৃক প্রতিপক্ষগনের উপর কারণ দর্শানো পূর্বক নিম্নোক্ত উপায়ে রুলটি ইস্যু করেছিল। যা নিম্নে অবিকল অনুলিখন করা হলোঃ-

"Let a Rule Nisi be issued calling upon the respondents to show cause as to why their inaction/failure in not absorbing the petitioners in the revenue set-up of the Government upon regularizing them in their respective posts as Government employees with continuity of their service along with all other benefits should not be declared to be

without lawful authority and of no legal effect and why the respondents should not be directed to include the petitioners in চাকুরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ মোতাবেক দরখাস্তকারীগণ সরকারী কর্মচারী ২০ তম এবং ১৯ তম declared by the Government as 4th Class Government employees pursuant to the minutes of the meeting dated 09.07.2008 (Annexure-'FFF' to the writ petition) which were confirmed by the respondent No.1 vide Memo No. স্থাসবি/ইপ/বিবিধ-২৭/৯৫/৯৫৪ dated 05.08.2008 (Annexure-'GGG' to the Writ Petition), Memo No. স্থাসবি/ইপ/বিবিধ-২৭/৯৫/২৪৩ dated 15.03.2010 (Annexure-'GGG-1' to the Writ Petition) and Memo No. স্থাসবি/ইপ/বিবিধ-২৭/৯৫/২৮১ dated 09.05.2012 (Annexure-'GGG-2' to the Writ Petition) and/or such other or further order or orders passed as to this Court may seem fit and proper."

অত্র রুলটি নিস্পত্তির লক্ষ্যে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে,

দরখাস্তকারীগণ বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদে ভিন্ন ভিন্ন তারিখে মহল্লাদার এবং দফাদার হিসেবে চাকুরীতে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে সুনাম এবং দক্ষতার সাথে চাকুরীরত আছেন। দরখাস্তকারীগণসহ বাংলাদেশের সকল দফাদার এবং মহল্লাদারগণ সরকারী কর্মচারী হিসেবে সরকারী বেতন স্কেলে অন্তর্ভুক্তি হওয়ার নিমিত্তে প্রতিপক্ষগণের সহিত দীর্ঘদিন যাবৎ দেন দরবার এবং দাবী দাওয়া জানিয়ে আসছিলেন। ৪র্থ শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীদের ন্যায় বেতন স্কেল পাওয়ার দাবীর প্রেক্ষিতে বিগত ইংরেজী ০৯.০৭.২০০৮ তারিখে সরকার এবং গ্রাম পুলিশ বাহিনীর সাথে যৌথ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং আলোচনা অন্তে গ্রাম পুলিশ বাহিনীকে জাতীয় বেতন স্কেলে ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের সমপর্যায়ের কর্মচারীদের ন্যায় বেতন প্রদানের সুপারিশ করা হয়। উক্ত সুপারিশের ভিত্তিতে অর্থ বিভাগ স্থানীয় সরকার বিভাগকে সকল প্রয়োজনীয় তথ্য উপস্থাপনের জন্য বিগত ইংরেজী ০৩.০২.২০১০ তারিখে পত্র প্রদান করেন। উপরিল্লিখিত পত্রের প্রেক্ষিতে স্থানীয় সরকার বিভাগ অর্থ বিভাগকে গ্রাম পুলিশ বাহিনীকে জাতীয় বেতন স্কেলে ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের সমপর্যায়ের অন্তর্ভুক্তির জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু অর্থ বিভাগ স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুরোধ পত্র সত্ত্বেও কোন প্রকার জবাব প্রদান না করায় বিগত ইংরেজী ০৯.০৫.২০১২ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগ পুনরায় অর্থ বিভাগকে এতদ্‌বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য বলা হয়। উপরিল্লিখিত অবস্থাধীনে দরখাস্তকারীগণ

বিষয়টি অর্থ বিভাগ কর্তৃক সুরাহা না হওয়ায় এবং দরখাস্তকারীগণ গ্রাম পুলিশ বাহিনীর বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মৌনতায় সংক্ষুদ্ধ হয়ে দরখাস্তকারীগণের পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির বিগত ইংরেজী ১৩.১১.২০১৭ তারিখে প্রতিপক্ষগণের প্রতি নোটিশ ডিমান্ডিং জাস্টিস ইস্যু করেন। তাতেও প্রতিপক্ষগণ কোনরূপ কর্ণপাত না করায় দরখাস্তকারীগণ অত্র বিভাগের সম্মুখে অত্র রীট পিটিশনটি দাখিল করে বিগত ইংরেজী ০৩.১২.২০১৭ তারিখে অত্র রুলটি প্রাপ্ত হন।

দরখাস্তকারীগণের পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

অপরদিকে ১নং প্রতিপক্ষ পক্ষে এ্যাডভোকেট ওয়ায়েশ আল হারুনী, ডেপুটি এটর্নী জেনারেল সংগে এ্যাডভোকেট ইলিন ইমন সাহা, সহকারী এটর্নী জেনারেল, এ্যাডভোকেট শায়রা ফিরোজ, সহকারী এটর্নী জেনারেল এবং এ্যাডভোকেট মাহফুজুর রহমান লিখন, সহকারী এটর্নী জেনারেল বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

সংবিধানে ১৫২ অনুচ্ছেদ মোতাবেক ‘‘প্রজাতন্ত্রের কর্ম’’ বলতে অসামরিক বা সামরিক ক্ষমতায় বাংলাদেশ সরকার সংক্রান্তে যে কোন কর্ম, চাকুরী বা পদ এবং আইনের দ্বারা প্রজাতন্ত্রের কর্ম বলিয়া ঘোষিত হতে পারে এরূপ কোন কর্মকে বলা হয়েছে এবং ‘‘সরকারী কর্মচারী’’ অর্থ প্রজাতন্ত্রের কর্মে বেতনাদিযুক্ত পদে বা কর্মরত কোন ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে।

অপরদিকে দফাদার এবং মহল্লাদার এর কর্ম বাংলাদেশের সরকারী কর্ম কিনা অর্থাৎ বাংলাদেশ সরকারের চাকুরী কিনা বা বাংলাদেশ সরকারের পদ কিনা তথা প্রজাতন্ত্রের কর্ম কিনা তৎবিষয়টি বিস্তারিত ভাবে উঠে এসেছে স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত জাতীয় সংস্থা (এন আই এল জি) কর্তৃক প্রকাশিত ***আইন শৃংখলা রক্ষায় গ্রাম পুলিশ বাহিনীর ভূমিকা শীর্ষক ‘‘প্রশিক্ষণ হেন্ড বুক’’*** এ। নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

অধিবেশন-১

প্রেক্ষাপট, ইতিহাস ও আইনগত ভিত্তি এবং ইউনিয়ন পরিষদের কাঠামো

১.১ গ্রাম পুলিশ বাহিনীর প্রেক্ষাপঠ।

প্রাচীন বাংলায় জাগানীয়া (সদা সতর্ককারী), প্রহরী, অষ্ঠপ্রহরী (২৪ ঘন্টা পাহারারত) ইত্যাদি নামে গ্রাম পুলিশের অস্তিত্ব ছিল। মোঘল আমলে গ্রাম পুলিশ পাশবন, নিঘাবন ও চৌকিদার নামে পরিচিত ছিল। তারা গ্রামবাসীদের সেবক হিসেবে কাজ করতেন। গ্রামবাসীরা তাদের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করতেন। ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে ভারতবর্ষের অধিকাংশ গ্রামে পঞ্চায়েত প্রথা চালু ছিল। পঞ্চায়েত গ্রামের গণ্যমান্য লোকদের নিয়ে গঠিত হত। তাদের কাজ ছিল বিচারকার্য সম্পাদন ও গ্রামের শান্তি শৃংখলা রক্ষা করা। ব্রিটিশ আমলে জমিদার শ্রেণি সৃষ্টি করা হয় এবং রাজস্ব আদায় ও

স্থানীয় শান্তি শৃংখলার দায়িত্ব তাদের উপর অর্পিত হয় (চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন ১৭৯৩) এতে কাজের পরিধি বেড়ে যায়। ফলে আইন-শৃংখলা রক্ষার কাজে পথঞায়েত গ্রামের শান্তি শৃংখলা নিয়ন্ত্রণে পৃথক লোক নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এরই ধারাবাহিকতায় গ্রাম চৌকিদারী আইন ১৮৭০ জারি করা হয়। এ আইনের অধীনে ইউনিয়ন পর্যায়ে চৌকিদারী পথঞায়েত গঠন করা হয়। এ পথঞায়েত গ্রামে চৌকিদার নিয়োগ করে পাহারার ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। এভাবেই মুলতঃ গ্রাম পুলিশের যাত্রা শুরু হয়।

১.২ গ্রাম পুলিশের ইতিহাস ও আইনগত ভিত্তিঃ

ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে তৎকালীন ভারতবর্ষের অধিকাংশ গ্রামে পথঞায়েত প্রথা প্রচলিত ছিল। পথঞায়েতের সদস্য সংখ্যা ছিল ৫ জন। তাদের কাজ ছিল বিচারকার্য সম্পাদন ও গ্রামের শান্তি শৃংখলা রক্ষা করা। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনে জমিদার শ্রেণী সৃষ্টি করা হয়। জমিদারগণ রাজস্ব আদায়ের পাশাপাশি আইন-শৃংখলার রক্ষার দায়িত্ব লাভ করেন। কিন্তু এ সময় গ্রামীণ আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির দারুণ অবনতি ঘটে। গ্রাম চৌকিদারী আইন, ১৮৭০ প্রণয়নের মাধ্যমে চৌকিদারী পথঞায়েত প্রথা চালু করে অবনতিশীল আইন-শৃংখলা রক্ষার জন্য চৌকিদার নিয়োগ করা হয়। ১৮৮৫ সালে বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন আইনে ইউনিয়ন কমিটি গঠন করা হয়। পাশাপাশি চৌকিদারী পথঞায়েত প্রথাও চালু ছিল। চৌকিদারদের অন্যতম দায়িত্ব ছিল গ্রামে শান্তি শৃংখলা রক্ষা । ১৯১৯ সালে বঙ্গীয় পল্লী স্বায়ত্বশাসন আইনেও চৌকিদারদের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে পাহারার ব্যবস্থা করা হতো। এই আইনের মাধ্যমে গ্রাম চৌকিদারী আইন, ১৮৭০ ও বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন আইন, ১৮৮৫ বাতিল করা হয়। মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ, ১৯৫৯ অনুযায়ী ইউনিয়ন কাউন্সিলের শান্তি-শৃংখলা রক্ষায়, পাহারা, টহল দান, কর আদায় ইত্যাদি ক্ষেত্রে গ্রাম পুলিশ তথা চৌকিদারগণ ভুমিকা পালন করতেন। মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ, ১৯৫৯ এর প্রেক্ষিতে ইউনিয়ন পরিষদ (গ্রাম পুলিশ বাহিনী) বিধিমালা, ১৯৬৮ জারী করা হয়। এই বিধিমালায় গ্রাম পুলিশ বাহিনী তথা দফাদার ও চৌকিদারগণের নাম পরিবর্তন করে যথাক্রমে দফাদার ও মহল্লাদার করা হয়। এই বিধিমালায় গ্রাম পুলিশগণের দায়িত্ব, কার্যাবলী, নিয়োগ ও শৃংখলা ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ রয়েছে। স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩-এ ইউনিয়ন পরিষদের পুলিশ ও প্রতিরক্ষার দায়িত্ব বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ রহিত করে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ জারী করা হয়। এই আইনেও ইউনিয়ন পরিষদে গ্রাম পুলিশ ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বিষয়ক কার্যাবলী সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) কর্মচারী চাকুরী বিধিমালা, ২০১১ জারি করা হয়। এ বিধিমালায় গ্রাম পুলিশের চাকুরীর শর্ত ও পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়। স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৪৮ এর সাথে পঠিতব্য এবং ধারা ৯৬ এর ক্ষমতাবলে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) গ্রাম পুলিশ বাহিনীর গঠন, প্রশিক্ষণ, শৃংখলা ও চাকুরীর শর্তাবলী সম্পর্কিত বিধিমালা, ২০১৫ জারী করা হয়েছে। এ বিধিমালার বিধি ৩৭(১)এ Union Council (Village

Police Force) Rules, 1968 রহিত করা হয়েছে। বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদের গ্রামপুলিশগণের নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, শৃংখলা ও শর্তাবলী স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) গ্রাম পুলিশ বাহিনীর গঠন, প্রশিক্ষণ, শৃংখলা ও চাকরির শর্তাবলী সম্পর্কিত বিধিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে।

দফাদারের দায়িত্ব ও কর্তব্য

* *দফাদার তার অধীনস্ত মহল্লাদারগণের দায়িত্ব বন্টন এবং তাদের কার্যক্রম তদারকি করবেন;*
* *মহল্লাদারগণের কার্যক্রম তদারকি করে দায়িত্ব পালনে অবহেলা পরিলক্ষিত হলে কারণ দর্শাবেন। জবাব সন্তোষজনক না হলে প্রাথমিকভাবে তিরস্কার করবেন। একই ধরনের অবহেলা বা ত্রুটি একাধিকবার পরিলক্ষিত হলে বিষয়টি ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে উপজেলা নির্বাহি অফিসারের নিকট উপস্থাপন করবেন;*
* *সপ্তাহে কমপক্ষে ২ (দুই) দিন ও ২ (দুই) রাত মহল্লাদরগণের কর্তব্য আকস্মিক পরিদর্শন করবেন এবং মহল্লাদারগণকে তাদের দায়িত্ব পালন সম্পর্কে সতর্ক করবেন;*
* *দফাদার নিজের পোষাক যথাযথভাবে পরিধান করবেন এবং মহল্লাদারঘনের পোষাক পরিধান যথাযথভাবে নিশ্চিত করবেন;*
* *ইউনিয়নের কোন এলাকায় অপরিচিত আগন্তকের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হলে এবং শান্তি ভঙ্গের আশংকা দেখা দিলে বা এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হলে অবিলম্বে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করবেন;*
* *ইউনিয়ন পরিষদ নির্দেশিত অন্যান্য আইনানুগ দায়িত্ব পালন করে ইউনিয়ন পরিষদকে অবহিত করবেন;*
* *ইউনিয়ন পরিষদের কর, রেইটে ও ফি আদায় কার্যক্রমে আদায়কারীকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন;*
* *কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে কোন অপরাধ সংঘটিত হওয়ার তথ্য পাওয়ার সাথে সাথে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করবেন;*
* *কোন ব্যক্তি কোন বিস্ফোরক দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করলে বা বহন করলে বা বিস্ফোরক দ্রব্য দ্বারা কোন কিছু তৈরি করলে তা অবিলম্বে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করবেন;*
* *মাদকাসক্ত ব্যক্তির সন্ধান পেলে সংশ্লিষ্ট থানায় বা চিকৎসকের নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;*
* *উপজেলা নির্বাহি অফিসার কর্তৃক সরবরাহকৃত একটি নোটবুক সংরক্ষণ করবেন। নিম্নবর্নিত ছকে তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করবেন এবং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার চাহিদা মোতাবেক তা দাখিল করবেন।*

মহল্লাদারের দায়িত্ব ও কর্তব্য

* *ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত এলাকাকায় নিয়মিত টহল ও পাহারা দেয়া;*
* *নিজ কর্মস্থল থানার ১০ (দশ) কিলোমিটারের মধ্যে হলে সপ্তাহে ১ (এক) বার এবং ১০ (দশ) কিলোমিটারের অধিক হলে প্রতি ২*

(দুই) সপ্তাহে একবার থানায় প্যারেডে অংশগ্রহণ করতে হবে। তবে, সরকারি অন্য কোন দায়িত্ব পালনের জন্য থানায় উপস্থিতি এ প্যারেডের অন্তর্ভুক্ত হবে না;

* *সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের দফাদারের আইন সংগত সকল আদেশ ও অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন;*
* *থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার আদেশ ও অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন;*
* *ইউনিয়ন পরিষদের কর, রেইট, ফি ইত্যাদি আদায়ের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিকে দায়িত্ব পালনে সহায়তা করবেন;*
* *অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে দায়িত্ব পালনে অসমর্থ্য হলে অবিলম্বে দফাদারকে অবহিত করবেন;*
* *গ্রাম আদালত সম্পর্কিত তথ্য সঠিকভাবে জনগণকে অবহিত করবেন;*
* *নিজ দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকায় গ্রাম আদালতের নোটিশ জারি করবেন;*
* *ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নির্দেশ অনুসারে গ্রাম আদালত পরিচালনার সময় আদালতের নিরাপত্তা রক্ষা ও শৃংখলা বজায় রাখবেন;*
* *কম্পিউটার বা ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে কোন অপরাধ সংঘটিত হওয়ার তথ্য সাথে সাথে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করবেন;*
* *কোন ব্যক্তি কোন বিস্ফোরক দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করলে বা বিস্ফোরক দ্রব্য দিয়ে কিছু তৈরি করলে বা তৈরির প্রস্তুতি গ্রহণ করলে দ্রুত থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করবেন; এবং*
* *মাদকাসক্ত ব্যক্তির সন্ধান পেলে তাদের সংশ্লিষ্ট থানায় বা চিকিৎকের নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।*

ইউনিয় পরিষদের বিভিন্ন সভায় গ্রাম পুলিশের ভূমিকা

* *সভার নোটিশ বিতরণ;*
* *সভা চালাকালীন হাজিরা গ্রহণ;*
* *সভার সদস্যদের বসার ব্যবস্থা করা;*
* *সভার শৃংখলা রক্ষা করা অর্থাৎ সভা চলাচালীন অনুমতি ব্যতীত কারো সভা পরিচালনায় ব্যাঘাত ঘটাতে না পারে সেদিকে নজর রাখা; এবং*
* *কার্যবিবরণী বিতরণ।*
* *ঢোলশহরত ও মাইকিংয়ের মাধ্যমে ওয়ার্ড সভা ও অন্যান্য সভা সম্পর্কে স্থানীয় জনগণকে জানানো;*
* *সভার জন্য নির্ধারিত স্থানে সভা আয়োজন সম্পর্কে সভার সভাপতিকে সহায়তা করা;*
* *সভার সভাপতি, অতিথি এবং সদস্যগণের বসার ব্যবস্থা করা;*
* *সাভায় উপস্থিত বৃদ্ধ সদস্যগণের যাতায়াতে অসুবিধা হলে সহায়তা করা;*
* *হাজিরা গ্রহণ করা;*
* *সভা চালাকালীন সময়ে শৃংখলা বজায় রাখার কাজ করা; এবং*

* *সভা চলাকালীন সভার সদস্যগণের মতামত বা বক্তব্য প্রদানে সহযোগিতা করা।*

ইউনিয়ন এলাকার আইন-শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করার জন্যই মূলত গ্রাম পুলিশ বাহিনী নিয়োগ দেয়া হয়। ব্রিটিশ শাসন আমল হতে অদ্যাবধি গ্রাম পুলিশের আইন-শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি রাজস্ব আদায়সহ অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদের কাজের পরিধি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আইন শৃংখলা রক্ষা সংক্রান্ত দায়িত্বাবলী

* *দিনে রাতে ইউনিয়নে পাহারা ও টহলদারী করবেন;*
* *অপরাধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ক অনুসন্ধান ও দমন এবং অপরাধীদের গ্রেফতার করতে সাধ্যমত থানার পুলিশকে সহায়তা প্রদান;*
* *প্রতি পনের দিন অন্তর এলাকার অবস্থা সম্পর্কে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করা;*
* *থানার নোটিশ প্রাপ্তি সাপেক্ষে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ওসি) সাথে আসামী ধরায় সহায়তা করা;*
* *ঈদে পশুর হাট এবং পূজার সময় পূজামন্ডপ পাহারা দেয়া;*
* *রাজনৈতিক অস্থিরতাকালীন সময় রাস্তায় ব্রীজ, কালভার্ট, রেললাইন, বিশ্বারোড ইত্যাদিসহ রাষ্ট্রীয় সমপদ পাহারা দেয়া;*
* *ইউনিয়নের খারাপ চরিত্রের লোকদের গতিবিধি লক্ষ্য করা এবং মাঝে মাঝে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করা;*
* *পার্শ্ববর্তী এলাকা হতে আগত কোন সন্দেহজনক ব্যক্তির উপস্থিতি সম্পর্কে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করা;*
* *ইউনিয়নে লুকিয়ে থাকা কোন ব্যক্তি, যার জীবন ধারণের জন্য প্রকাশ্য কোন আয় নেই বা তার নিজের পরিচয় সম্পর্কে সন্তোষজনক কোন জবাব দিতে পারে না এমন কোন লোক সম্পর্কে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করা;*
* *ইউনিয়ন পরিষদের নির্দেশে কোন বাসিন্দার আবাসস্থল ও সম্পত্তির উপর পরোয়ানা জারি করা;*
* *ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও হালনাগাদ করা এবং ভোট গ্রহণে আইন শৃংখলা রক্ষায় সহায়তা করা; এবং*
* *বিভিন্ন সময়ে আইন অনুযায়ী অর্পিত দায়িত্ব পালন করা।*

থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে গ্রাম পুলিশ বাহিনীর সম্পর্ক

* *ইউনিয়ন এলাকায় অপরিচিত আগন্তুকের উপস্থিতি এবং শান্তি ভঙ্গে আশংকা দেখা দিলে বা কোন ঘটনা সংঘটিত হলে অবিলম্বে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করা;*
* *কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে কোন অপরাধ সংঘটিত হলে সাথে সাথে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করা;*
* *কোন ব্যক্তি বিস্ফোরক দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করলে বা বহন করলে বা বিস্ফোরক দিয়ে কোন দ্রব্য তৈরি করলে বা তৈরি করার চেষ্টা করলে দ্রুত থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে জানাতে হবে;*

* *মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের তথ্য থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রদান করা;*
* *দফাদার সপ্তাহে ১ (এক) দিন থানায় প্যারেজে অংশগ্রহণ করবে;*
* *দফাদার ও মহল্লাদারের আইন-শঙ্খলা সম্পর্কিত অবদানের জন্য থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পুরস্কার প্রদানের প্রস্তাব উপজেলা নির্বাহি অফিসারের নিকট দাখিল করবেন;*
* *উপজেলা নির্বাহি অফিসার কর্তৃক সরবরাহকৃত নোটবুক ও নির্ধারিত ছক অনুযায়ি এলাকার তথ্যাদি লিখিতভাবে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার চাহিদা মোতাবেক থানায় দাখিল করবেন;*
* *মহল্লাদার তার কর্মস্থলের ১০ কিলোমিটারের মধ্যে থানার অবস্থান হলে সপ্তাহে ১ (এক) দিন এবং ১০ কিলোমিটারের অধিক দূরত্বে হলে প্রতি ২ (দুই) সপ্তাহে একবার থানায় প্যারেজে অংশগ্রহণ করবে; এবং*
* *থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত সকল আদেশ ও অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন।*

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সাথে গ্রাম পুলিশ বাহিনীর সম্পর্ক

* *উপজেলা নির্বাহি অফিসার মহল্লাদারগণের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ;*
* *উপজেলা নির্বাহি অফিসার দফাদার পদে পদোন্নতি প্রদান করবেন;*
* *উপজেলা নির্বাহি অফিসার গ্রাম পুলিশ বাহিনীর জন্য সময় সময় প্রশিক্ষণ আয়োজন করবেন;*
* *গ্রাম পুলিশ বাহিনীর চাকরির ক্ষেত্রে আচরণ সম্পর্কিত বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন প্রতিস্বাক্ষর করবেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার;*
* *দফাদার ও মহল্লাদারের আইন-শৃঙ্খলা সম্পর্কিত অবদানের জন্য থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পুরস্কার প্রদানের প্রস্তাব উপজেলা নির্বাহি অফিসারের নিকট দাখিল করবেন;*
* *গ্রাম পুলিশ বাহিনীর ভাল কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ পুরস্কার, পদক ও সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য উপজেলা নির্বাহি অফিসার সুপারিশ করবেন;*
* *গ্রাম পুলিশ বাহিনীর বেতন উপজেলা নির্বাহি অফিসারের নিকট প্রেরণ করতে হবে এবং তিনি তা পরবর্তী মাসের প্রথম সপ্তাহে দফাদার ও মহল্লাদারের ব্যাংক হিসাবে প্রেরণ করবেন;*
* *উপজেলা নির্বাহি অফিসার গ্রাম পুলিশ বাহিনীর পোষাক, সরঞ্জামাদি ও অন্যান্য দ্রবাদি প্রদান করবেন; এবং*
* *উপজেলা নির্বাহি অফিসার গ্রাম পুলিশ বাহিনীর শৃংখলা ভঙ্গ, দন্ডের ভিত্তি, তদন্ত ও দন্ড আরোপ করবেন।*

গ্রাম আদালতে গ্রাম পুলিশের ভূমিকা

* *মহল্লাদারগণ নিজ দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকায় গ্রাম আদালতের নোটিশ ও সমন জারি করবে;*
* *গ্রাম আদালতের এজরাস প্রস্তুতে সহায়তা করবে;*
* *গ্রাম আদালত সংশ্লিষ্ট নথি আনা নেয়া করবে;*

* *বাদি-বিবাদি হাজির করা;*
* *গ্রাম আদালতের বিচারক হাজির হওয়ার সময় সকলকে সতর্ক করা;*
* *শপথ পাঠ করানো;*
* *ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নির্দেশ অনুসারে গ্রাম আদালত পরিচালনার সময় আদালতের নিরাপত্তা রক্ষা ও শৃংখলা বজায় রাজার দায়িত্ব পালন করবে;*
* *গ্রাম আদালত সম্পর্কে সঠিক ভাবে জনগণকে অবহিত করবে; এবং*
* *গ্রাম আদালত বিষয়ক প্রতিবেদন উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বরাবরে পৌছানো।*

বাল্যবিবাহ নিরোধে গ্রাম পুলিশ বাহিনীর ভূমিকা

* *গ্রাম পুলিশ তার এলাকায় বাল্যবিবাহের কোন ঘটনা ঘটলে কিংবা এ ধরনের ঘটনা ঘটনার সম্ভাবনা দেখা দিলে তাৎক্ষনাৎ পরিষদকে অবহিত করবেন।*
* *পরিষদ বাল্যবিবাহ বন্ধের বিষয়ে কোন কর্মসুচি গ্রহণ করলে গ্রাম পুলিশ নির্দেশনা মোতাবেক কাজ করবেন।*

নারী ও শিশু পাচার রোধে গ্রাম পুলিশের ভূমিকা

* *গ্রাম পুলিশ সময় সময় ইউনিয়ন এলাকায় সংগঠিত নারী নির্যাতন, শিশু শ্রমসহ নির্যাতন ইত্যাদি অপরাধ সম্পর্কে পরিষদকে অবহিত করবে;*
* *এলাকায় অপরিচিত লোকের আগমন সম্পর্কে (আগমনের সঠিক উদ্দেশ্য জানা না থাকলে) থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করবে;*
* *এলাকার নারী ও শিশুকে অন্যত্র কাজে যাওয়ার ক্ষেত্রে কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে ধারণা লাভের চেষ্টা করবে এবং সন্তোষ না হলে পরিষদের নজরে আনবে; এবং*
* *কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে কোন কিশোরীর সাথে অপরাধ তথা যৌণ হয়রানী ও ইভটিজিং এর চেষ্টা করলে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করবে।*

জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধনে গ্রাম পুলিশের ভূমিকা

* *শিশুর জন্মের ও কোন ব্যক্তির মৃত্যুর তারিখেই তা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য ও সচিবকে জানানো;*
* *যেসব শিশুর জন্মের পর এখনও নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা হয়নি তাদের নিবন্ধন করানোর জন্য অভিভাবকগণকে অনুরোধ করা এবং বিষয়টি পরিষদের নজরে আনা।*

স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনায় গ্রাম পুলিশের ভূমিকা

১. *ইউনিয়ন এলাকার বাসিন্দা যারা স্যানিটেশন ও পানি দূষণ সংক্রান্ত অপরাধ সংগঠিত করছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য ইউনিয়ন পরিষদকে অবহিত করা;*
২. *স্যানিটেশন সম্পর্কিত বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপনে বা অনুষ্ঠান আয়োজনে ইউনিয়ন পরিষদকে সহযোগিতা করা;*

৩. *ইউনিয়ন এলাকার যেসব বাসিন্দা এখনও স্যানিটেশনের আওতায় আসেনি তাদের প্রতি পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা;*

৪. *স্যানিটারী পায়খানা ও নলকূপ বিতরণের তালিকা প্রণয়নে এবং বিতরণকালে পরিষদের সদস্যগণকে সহযোগিতা করা;*

৫. *পরিষদকে স্যানিটেশন, নিরাপদ পানি ও পানি দূষণ সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করা।*

পরিবেশ সংরক্ষণে গ্রাম পুলিশের ভূমিকা

ক) *পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের উপর অর্পিত কার্যাবলি সম্পাদনে পরিষদকে সহযোগিতা করবে;*

খ) *ইউনিয়ন পরিষদের আইন অনুযায়ি পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত অপরাধ এবং দন্ডসমূহ সম্পর্কে স্থানীয় জনগণকে অবহিত করবে; এবং*

গ) *সরকার কর্তৃক জারিকৃত পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত আইন ও নীতিমালা বাস্তাবায়নে পরিষদ কর্তৃক গৃহিত কার্যক্রম পরিচালনায় পরিষদকে সহযোগিতা করবে।*

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ইউনিয়ন পরিষদের গ্রাম পুলিশের ভূমিকা

১. *দুর্যোগ পূর্বাভাস সম্পর্কে দ্রুততার সাথে জনগণকে সতর্ক করা;*

২. *নদী ভাংগন, খরা, বন্যা, মহামারী ইত্যাদি সম্পর্কে পরিষদকে অভিহিত করবেন এবং তা রোধকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ করা;*

৩. *দুর্যোগকালীন সময়ে সকলকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করা;*

৪. *দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থদের তথ্য পরিষদকে ও সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহকে সরবরাহ করা;*

৫. *দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থদের ত্রাণ বিরতরণে অংশগ্রহণ করা;*

৬. *দুর্যোগকালীন সময়ে আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রিতদের বিশেষ করে নারী, কিশোরী ও শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;*

৭. *আশ্রয়কেন্দ্রগুলো পাহাড়া দেয়া;*

৮. *দুর্যোগ পরবর্তীতে ত্রাণ ও পণ্য বিতরণে সহায়তা করা এবং শৃংখলা রক্ষা করা;*

৯. *পূর্ব হতে প্রস্তুতি গ্রহণ করার সময় পরিষদ ও সরকারকে সহযোগিতা করা যেমন- আশ্রয়কেন্দ্রগুলো পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও অবৈধ দখল উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করা;*

১০. *দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ হতে গৃহিত বিভিন্ন কর্মসুচি যেমন- বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা; এবং*

১১. *রোপিত বৃক্ষ যেন মানুষ বা পশুর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা।*

সামাজিক নিরাপত্তা কমসূচিতে গ্রাম পুলিশের ভূমিকা

* *সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতাভূক্ত উপকারভোগীদের তথ্য সংগ্রহে ইউনিয়ন পরিষদকে সহায়তা করা;*

* *তালিকাভূকক্ত করার সময় অসাবধানতাবশত কোন প্রকৃত উপকারভোগী বাদ পড়লে তা পরিষদের নজরে আনা;*

* *উপকারভোগীদের তালিকা হালনাগাদকরণে সহায়তা করা;*

* *উপকারভোগীদের পণ্য ও অর্থ বিতরণকালে শৃংখলার দায়িত্ব পালন করা; এবং*
* *উপকারভোগী খুব বয়স্ক বা পণ্য পরিবহনে অসামর্থ্য হলে তাকে সহায়তা করা, ইত্যাদি।*

প্রতিবন্ধিদের কল্যাণে গ্রাম পুলিশের ভূমিকা

* *ইউনিয়ন এলাকায় প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত তথ্য ইউনিয়ন পরিষদকে দেয়া;*
* *জাতীয় টিকা দিবসগুলোতে সকল শিশুর টিকা গ্রহণের প্রতি খেয়াল রাখা এবং প্রয়োজনে টিকা দিবসগুলোতে কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করা;*
* *পোলিও রোগীর সন্ধান পেলে অত্যন্ত গুরুত্বের বিবেচনায় ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা;*
* *প্রতিবন্ধিদের সাথে কোন প্রকার অন্যায় আচরণ যেমন- কেউ তাকে অযথা বিরক্ত করলে বা তার প্রতিবন্ধিতা নিয়ে ব্যঙ্গ করলে সেক্ষেত্রে ভূমিকা রাখা এবং প্রয়োজনীয় ইউনিয়ন পরিষদের দৃষ্টিগোচর করা;*
* *প্রতিবন্ধী ব্যক্তির যে কোন প্রয়োজনে এগিয়ে গিয়ে সাহায্য করা;*
* *গর্ভবর্তী মায়েদের সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য কমিউনিটি ক্লিনিকের সাথে সর্বাত্মক যোগাযোগ রক্ষা করা এবং গর্ভবর্তী মা ও সেবাদানকারীদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে দেয়া;*
* *প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক সচেতনতামূলক সভা/কর্মসূচি আয়োজনে পরিষদকে সহযোগিতা করা।*

তথ্য প্রাপ্তি, নাগরিক সনদ ও ইউডিসি কার্যক্রমে গ্রাম পুলিশের ভূমিকা

১. *তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে যে সব তথ্য ইউনিয়ন পরিষদ থেকে পাওয়া যাবে সে সব তথ্য সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করবে;*
২. *ইউনিয়ন পরিষদ যেসব সেবা প্রদান করে থাকে, সেবা প্রদানকারী, সেবা প্রাপ্তির ফি এবং সেবা গ্রহণের সময়সীমা সম্পর্কে স্থানীয় জনগণকে ধারণা প্রদান করবে; এবং*
৩. *গ্রাম পুলিশ বাহিনী ইউডিসি কার্যক্রমে উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় সহযোগীতা করবেন। এক্ষেত্রে ইউডিসি কর্তৃক কোন গ্রামে প্রজেক্টরের মাধ্যমে সচেতনতামূলক ভিডিও প্রদর্শন করলে সেখানে শৃঙ্খলা রক্ষায় কাজ করবেন।*

শরীর চর্চা অনুশীলন (পিটি)

থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কর্তৃক শরীর চর্চা অনুশীলন অধিবেশনটি পরিচালিত হবে। তিনি শরীর চর্চার প্রয়োজনীয়তা ও কৌশলসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করবেন। গ্রাম পুলিশ বাহিনীর সদস্যগণ তাঁর নির্দেশনায় মাঠে প্যারেডে অংশগ্রহণ করবেন। পোশক পরিচ্ছদ পরিধানের নিয়মাবলী সম্পর্কেও তিনি নির্দেশনা দিবেন। এছাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আইন শৃংখলা রক্ষার কৌশলসমূহ সম্পর্কে ধারণা দিবেন। এ বিষয়ে গ্রাম পুলিশ বাহিনীর ভূমিকা নিম্নরূপঃ

* *প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যেভাবে নির্দেশ প্রদান করবেন সেভাবে শরীর চর্চায় অংশগ্রহন করবেন; এবং*
* *এ সেশন হতে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করবেন।*

গ্রাম পুলিশ বাহিনী যেসব কাজ করতে পারবে না

ক) *কোন রাজনৈতিক কাজে অংশগ্রহণ করতে পারবে না এবং এর সাহায্যার্থে চাঁদা দান বা অন্য কোন সহায়তা করবে না;*

খ) *ইউনিয়ন পরিষদের স্বার্থের পরিপন্থী কোন কার্যকলাপে জড়িত হতে পারবে না;*

গ) *তার অব্যবহিত উর্ধ্বতন নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার অনুমতি ব্যতীত দায়িত্বে অনুপস্থিত বা কর্মস্থল ত্যাগ করবে না;*

ঘ) *পরিষদের সাথে লেনদেন আছে বা থাকার সম্ভাবনা আছে এমন ব্যক্তি হতে কোন প্রকার দান বা উপহার গ্রহণ করবে না;*

ঙ) *কোন বীমা কোম্পানীর এজেন্ট হিসেবে কাজ করবে না;*

চ) *কোন ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত হবে না কিংবা প্রতিনিধি হিসেবে ব্যবসা পরিচালনা করবে না; এবং*

ছ) *পরিষদের অনুমতি ব্যতীত কোন অবৈতনিক বা বৈতনিক চাকরি গ্রহণ করতে পারবে না।*

উপরিল্লিখিত হেন্ড বুক হতে এটা কাঁচের মত স্পষ্ট যে, মহল্লাদার ও দফাদারগণ ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে স্থানীয় সরকার পক্ষে তথা প্রজাতন্ত্রের ৭০ (সত্তর) প্রকার কর্মে সার্বক্ষণিক ভাবে নিয়োজিত। বাংলাদেশ সরকারের কর্মচারী হিসেবে এতগুলো সরকারী কর্মে নিয়োজিত থেকে এমনকি সময়ে সময়ে রাত দিন কাজ করেও মহল্লাদার ও দফাদারগণ ন্যায্য পাওনা তথা জাতীয় বেতন স্কেলে অন্তর্ভূক্ত হওয়া থেকে বঞ্চিত থাকেন।

সুতরাং এটা কাঁচের মত আরও স্পষ্ট প্রতীয়মান যে, দফাদার ও মহল্লাদারের কর্ম বাংলাদেশ সরকার সংক্রান্তে কর্ম তথা প্রজাতন্ত্রের কর্ম। যিনি প্রজাতন্ত্রের সার্বক্ষনিক কর্ম করছেন তিনি অবশ্যই প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী। যিনি প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী তিনিই সরকারী কর্মচারী। যিনি সরকারী কর্মচারী তিনি অবশ্যই জাতীয় বেতন স্কেলে অন্তর্ভূক্ত হবেন।

যেহেতু মহল্লাদার ও দফাদারগণ প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত সেহেতু সংবিধান মোতাবেক দফাদার এবং মহল্লাদারগণ প্রজাতন্ত্রের কর্মে কর্মরত সরকারী কর্মচারী। সেহেতু তারা অবশ্যই জাতীয় বেতন স্কেলের আওতাভূক্ত হবেন।

যেহেতু, দফাদার এবং মহল্লাদারগণ সার্বক্ষনিকভাবে সরকারের ৭০টি কর্ম করছেন সেহেতু তারা দিন-রাত সরকারের কাজে তথা প্রজাতন্ত্রের কাজে নিয়োজিত এবং যেহেতু তারা সরকারের

কাজ ব্যতিত অন্যকোন কর্মে সম্পৃক্ত নয় সেহেতু সংবিধান মোতাবেক, আইনত (de jure) এবং কার্যত (de facto) প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী বা সরকারী কর্মচারী।

দফাদার ও মহল্লাদারদের জাতীয় বেতন স্কেল প্রদানে বিগত ইংরেজী ০৯.০৭.২০০৮ তারিখ প্রদত্ত সরকারের অঙ্গীকারঃ

সরকার ও গ্রাম পুলিশ আলোচনা অন্তে বিগত ইংরেজী ০৯.০৭.২০০৮ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগ গ্রাম পুলিশ তথা দফাদার মহল্লাদারগণদের ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীর সমস্কেল প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহন করে। অতঃপর বিগত ইংরেজী ০৫.০৮.২০০৮ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট সকল কাগজাদি সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়কে প্রেরন করে। অর্থাৎ দরখাস্তকারীগণকে সহ সকল মহল্লাদার ও দফাদারগণ সরকারী কর্মচারী হিসেবে জাতীয় বেতন স্কেলে ৪র্থ শ্রেনীর কর্মচারী হিসেবে স্থানীয় সরকার বিভাগ তথা সরকার বিগত ইংরেজী ২০০৮ সনে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। সে হিসেবে সকল দফাদার, মহল্লাদারগণ ২০০৮ সাল থেকে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী হিসেবে তথা ৪র্থ শ্রেণীর সরকারী কর্মচারী হিসেবে গণ্য হয়ে সকল সুযোগ সুবিধা প্রাপ্ত হওয়ার হকদার।

এমনকি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ধীন স্থানীয় সরকার বিভাগ সকল মহল্লাদার ও দফাদারদেরকে ইউনিয়ন পরিষদের কর্মচারী গণ্য করে তাদের নিয়োগ ও পদোন্নতির পদ্ধতি এবং তাদের বেতন ও ভাতা জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৯ এর আলোকে নির্ধারন করে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) কর্মচারী চাকুরী বিধিমারা, ২০১০ প্রনয়ন করে খসড়া প্রজ্ঞাপণ প্রস্তুত পূর্বক ভেটিং এর জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করে সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়কে বিগত ইংরেজী ১৫.০৩.২০১০ তারিখের পত্রের মাধ্যমে অবগত করানো হয়। যা পরবর্তীতে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) কর্মচারী চাকুরী বিধিমালা, ২০১১ হিসেবে এস.আর.ও নং- ১৩৯- আইন/২০১১, স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬১নং আইন) এর ধারা ৯৬ এর দফা (৬) তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার প্রণয়ন করে বাংলাদেশ গেজেট অতিরিক্ত সংখ্যায় ১৯ জৈষ্ঠ্য ১৪১৮ বঙ্গাব্দ/০২ জুন ২০১১ খ্রিষ্টাব্দে প্রজ্ঞাপণ আকারে প্রকাশ করে।

অর্থাৎ উক্ত দিন তথা ০২ জুন ২০১১ হতে আইনগত ভাবেই ইউনিয়ন পরিষদের সকল মহল্লাদার ও দফাদারগণ ইউনিয়ন পরিষদের কর্মচারী হিসেবে গণ্য হয়ে জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৯ এর আওতাভূক্ত হন। অর্থাৎ অত্র দরখাস্তকারীগণ আইনগত ভাবে উক্ত তারিখ হতে ইউনিয়ন পরিষদের কর্মচারী এবং জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ এর অন্তর্ভুক্ত হন।

এমনি এক অবস্থায় স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) গ্রাম পুলিশ বাহিনী গঠন, প্রশিক্ষণ, শৃঙ্খলা ও চাকুরীর শর্তাবলী সম্পর্কিত বিধিমালা, ২০১৫ কেন প্রণয়ন করা হলো তা বোধগম্য নয়। রসহ্যজনক ভাবে প্রতিপক্ষগণ বিগত ইংরেজী ০৫.০৮.২০০৮ তারিখের তাঁদেরই সিদ্ধান্ত ও অঙ্গীকার এবং পরবর্তীতে বিগত ইংরেজী ১৫.০৩.২০১০ তারিখের পত্রের বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে নিরবতা পালন করেন। এমনকি স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) কর্মচারী বিধিমালা, ২০১১ মোতাবেক মহল্লাদার ও দফাদারগণ কারা সে বিষয়ে প্রতিপক্ষগণ কোন বক্তব্য প্রদান করেন নাই।

সাধারন মানুষের সবচেয়ে নিকটতম, সবচেয়ে আপন, বন্ধু, আত্মীয়ের মত প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কর্মচারীগণ হলো মহল্লাদার এবং দফাদারগণ। বিপদে আপদে, ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করে বাংলার সাধারন মানুষের হাতের নাগালের মধ্যে সবচেয়ে কাছের সরকারী কর্মচারীটি হল মহল্লাদার এবং দফাদারগণ। দূর্নিতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার কাকে বলে এরা জানে না। সবচেয়ে কম সুবিধাপ্রাপ্ত হয়েও জনগণকে বেশী সেবা প্রদানকারী সরকারী কর্মচারী। সহজ, সরল ও নিরহংকারী প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীর প্রতীক এই দফাদার ও মহল্লাদারগণ।

স্থানীয় সরকার বিভাগ যেখানে মহল্লাদার ও দফাদারগনের সহিত আলাপ আলোচনা করে তাদের জাতীয় বেতন স্কেলে অন্তর্ভূক্তকরণ বিষয়টি সংশ্লিষ্টতায় সিদ্ধান্ত গ্রহন করে মহল্লাদার দফাদারগণের সাথে অংগীকারাবদ্ধ হয়েছে ২০০৮ সালে এবং উক্ত অংগীকারের পরিপ্রেক্ষিতে বিধিমালা ২০১১ করে যেটির চুড়ান্ত আইনীরূপ প্রদান করা হলো। অথচ তা কেনো বাস্তবায়ন হলো না সে ব্যাপারে প্রতিপক্ষগন নিরব। দীর্ঘদিনের আলাপ আলোচনার প্রেক্ষিতে যে বিধিমালা ২০১১ প্রনয়ন করা হল তা কার্যকরী না করে বিধিমালা ২০১৫ প্রনয়ন বেআইনী ও এখতিয়ার বহির্ভূত।

রাষ্ট্র নিজের আইন নিজে মেনে চলবে। রাষ্ট্র কখনও নিজের প্রণীত আইন ও বিধি ভংগ করবে না। আইন সকলের জন্য সমান। রাস্ট্র ও নাগরিকের কোন পার্থক্য নাই। আইন মোতাবেক চলা যেমনি নাগরিকের জন্য কর্তব্য তেমনি রাষ্ট্রের জন্যও তা সমভাবে প্রযোজ্য। আইন মানা না নামার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র নাগরিকের থেকে কোন অতিরিক্ত সুবিধা ভোগ করে না। এটাই আইনের শাসন। বর্তমান মোকদ্দমায় রাষ্ট্র নিজের প্রণীত বিধিমালা ২০১১ ভংগ করে দরখাস্তকারীগণকে সহ বাংলাদেশের সকল মহল্লাদার ও দফাদারগণকে তার আইনত প্রাপ্যতা থেকে দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত করে আসছে।

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) কর্মচারী চাকুরী বিধিমালা, ২০১১ এর বিধি ১(২) মোতাবেক বিধিমালাটি ইউনিয়ন পরিষদের সার্বক্ষণিক তফসিল ১-এ বর্ণিত নিজস্ব কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলা হয়েছে। বিধি ২(গ) মোতাবেক ‘কর্মচারী’ অর্থ তফসিল ১-এ উল্লেখিত কোন

কর্মচারী, তবে আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগ প্রাপ্ত কর্মচারীগণ এই বিধিমালার পরিষদের কর্মচারী হিসেবে গণ্য হইবেনা। বিধি ২(ঝ) মোতাবেক 'তফসিল' অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযোজিত তফসিল। বিধি ২(ট) মোতাবেক 'পদ অর্থ' তফসিল ১ এ উল্লেখিত কোন পদ।

তফসিল ১-এর ক্রমিক নং ২-এ দফাদার এবং ক্রমিক নং ৩-এ মহল্লাদার উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ দফাদার ও মহল্লাদার তথা গ্রাম পুলিশ এর চাকুরী শর্তাবলীর লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার ইউনিয়ন পরিষদ কর্মচারী চাকুরী বিধিমালা ২০১১ প্রণয়ন করা হয়। উক্ত বিধিমালার বিধি ৮ মোতাবেক জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৯ অনুযায়ী কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা নির্ধারণ করতে হবে বলা হয়েছে। অর্থাৎ উক্ত বিধি ৮ মোতাবেক মহল্লাদার ও দফাদারকে বিধিমালা ২০১১ মোতাবেক জাতীয় বেতন স্কেল ২০০৯ এর আলোকে বেতন ও ভাতা নির্ধারণের কথা বলা হয়। অর্থাৎ মহল্লাদার এবং দফাদার স্থানীয় সরকার ইউনিয়ন পরিষদ কর্মচারী চাকুরী বিধিমালা ২০১১ অনুযায়ী জাতীয় বেতন স্কেল ভুক্ত এতদ্‌বিষয়ে কোন প্রশ্ন নেই।

যেখানে ইউনিয়ন পরিষদ চাকুরী বিধিমালা ২০১১ মোতাবেক দরখাস্তকারীগণসহ সকল দফাদার ও মহল্লাদার জাতীয় বেতন স্কেল ২০০৯ এর আওতাভুক্ত সেখানে তাদেরকে জাতীয় বেতন স্কেলে অন্তর্ভূক্ত না করা স্থানীয় সরকার ইউনিয়ন পরিষদ আইন, ২০০৯ এবং স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) চাকুরী বিধিমালা ২০১১ এর পরিপন্থী।

"প্রশাসনিক বিবেচনা (administravie discretion) একটি জটিল বিষয়। সরকারী কর্মকর্তাগণ কর্তৃক কতিপয় কার্য তাদের নিজস্ব বিবেচনার উপর ভিত্তি করে নিষ্পত্তি ভিন্ন কোন সরকারই রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পারবে না। আধুনিক সরকার ব্যবস্থায় প্রশাসনিক ক্ষমতার ব্যক্তিকেন্দ্রীকতা এ কারণে প্রয়োজন যে, প্রত্যেক আধুনিক সরকারের জটিল বিষয়গুলো বিধি দ্বারা লিপিবদ্ধ করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব।

আবার সমভাবে এটাও সত্য যে, চূড়ান্ত ইচ্ছাধীনতা হল নির্দয় মনিব সমতুল্য। সেকারণে '<u>প্রশাসনিক চূড়ান্ত ইচ্ছাধীনতার দাবী</u>' এবং '<u>যুক্তিসংগত চূড়ান্ত ইচ্ছাধীন সিদ্ধান্ত পাওয়ার ব্যক্তির দাবী</u>' এ দুইয়ের মধ্যে বিরোধ নিরবিচ্ছিন্নভাবে চলে আসছে।

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, প্রতিপক্ষগনের ইচ্ছাধীন ক্ষমতা আছে। আবার এটাও মনে রাখতে হবে যে, প্রতিপক্ষগন তাদের ইচ্ছাধীন ক্ষমতা অবশ্যই ন্যায়সঙ্গতভাবে, নিরপেক্ষভাবে এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে ব্যবহার করবেন।

এটা সাধারণভাবে বলা যায় যে, অসদুদ্দেশ্যে (malafide) হতে হলে সংশ্লিষ্ট কাজটির (act or ommission) ক্ষেত্রে বিদ্বেষপূর্ণ বা বিদ্বেষ প্রসূত বা বিদ্বেষমূলক (malicious) ইচ্ছা থাকতেই হবে এমন নয় । যদি বিক্ষুব্ধ ব্যক্তি এটা প্রমাণ করতে পারেন যে, কর্তৃপক্ষ তর্কিত বিষয়ে সঠিকভাবে বিবেচনা করেন নাই কিংবা বিক্ষুব্ধ পক্ষ যদি এটা প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন যে, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অবিবেচনা প্রসূত আচরন করা হয়েছে তথা সঠিক বিবেচনা প্রসূত আচরন করা হয় নাই; সেক্ষেত্রে তর্কিত আচরনটি অসদুদ্দেশ্যে (malafide) গৃহীত হয়েছে বলে গণ্য হবে। ন্যায় বিচারের উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত এটা জরুরী যে, নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ এমনভাবে করতে হবে যাতে একজন সাধারণ মানুষও এর কোন দোষ খুঁজে না পায়। সকল নির্বাহী কার্যের (action) বৈধতা পরীক্ষা করা হয় যুক্তিসংগত এবং ন্যায়সংগত নীতির ভিত্তিতে।

বর্তমান মোকদ্দমার প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীগণসহ সকল মহল্লাদার ও দফাদারগনকে বিধিমালা ২০১১ মোতাবেক বেতন ভাতাদি প্রদান না করা সঠিক বিবেচনা প্রসূত নয়। এটি স্পষ্টতঃ প্রতিপক্ষগনের অবিবেচনা প্রসূত আচরন। সহজ সরল পর্যালোচনায় উপরিল্লিখিত আচরন যুক্তিসংগত ও ন্যায়সম্মত নয়।

“আপাত দৃষ্টিতে প্রতীয়মান ভ্রম বা ভুল ” (apparent error) হল সেই ভুল যা একজন সাধারণ প্রজ্ঞার মানুষও অতি সহজে বুঝতে পারে। অর্থাৎ “**আপাত দৃষ্টিতে প্রতীয়মান ভ্রম**” হল সেই ভ্রম যার জন্য কোন বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হওয়ার প্রয়োজন নেই। বর্তমান মোকদ্দমায় প্রতিপক্ষগন বিধিমালা ২০১১ মোতাবেক দরখাস্তকারীগণসহ সকল মহল্লাদার ও দফাদারগনকে বেতন-ভাতাদি প্রদান না করা সাধারণ যুক্তিতর্কে স্পষ্টতই একটি ***“আপাত দৃষ্টিতে প্রতীয়মান ভ্রম বা ভুল ” (apparent error)***।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩১ মোতাবেক আইনানুযায়ী ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে তথা ন্যায্য প্রাপ্যতা থেকে তথা ন্যায্য প্রত্যাশা থেকে তথা আইনসম্মত অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায় না।

বর্তমান মোকদ্দমায় দরখাস্তকারীগন সহ সকল মহল্লাদার ও দফাদারগনের ন্যায্য অধিকার হল বিধিমালা ২০১১ অনুযায়ী বেতন ভাতাদি পাওয়া। কিন্তু প্রতিপক্ষগণ স্পষ্টতঃ দরখাস্তকারীগন সহ সকল মহল্লাদার ও দফাদারগনকে ন্যায্য অধিকার থেকে বেআইনীভাবে দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত করে আসছে।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩১ মোতাবেক প্রত্যেক নাগরিক আইনানুযায়ী ও কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহার লাভের অধিকারী। এটি স্পষ্টই প্রতীয়মান যে বর্তমান মোকদ্দমায় প্রতিপক্ষগণ দরখাস্তকারীগন সহ সকল দফাদার ও মহল্লাদারগনের সাথে আইনানুযায়ী আচরণ করেন নাই।

সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে যে,

> ***"আমরা আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সামাজের প্রতিষ্ঠা- যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে;"***

আমাদের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৯ মোতাবেক সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হবে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৭ মোতাবেক সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৯(১) মোতাবেক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদলাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকবে।

অর্থাৎ সংবিধানের প্রাস্তাবনা, অনুচ্ছেদ ১৯, ২৭ এবং ২৯(১) মোতাবেক দরখাস্তকারীগন সহ সকল মহল্লাদার ও দফাদারগন বিধিমালা ২০১১ মোতাবেক বেতন ভাতাদি পেতে হকদার।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান বলেছেনঃ

> ***"দুনিয়া দুভাগে বিভক্ত, নিপীড়িত ও অত্যাচারী।***
>
> ***আমি নিপীড়িতদের সাথে আছি।"***
>
> ***বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।***

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টও সংবিধান ও জাতির পিতার নীতি ও আদর্শ মোতাবেক সর্বদা নিপীড়িতদের পক্ষে।

উপরিল্লিখিত সার্বিক পর্যালোচনা এবং আলোচনায় আমাদের দ্বিধাহীন মতামত হল প্রতিপক্ষগণ কর্তৃক অযৌক্তিক (unreasonable), এবং স্বেচ্ছাচারী (arbitrary) ভাবে দরখাস্তকারীগন সহ সকল মহল্লাদার ও দফাদারগনের বেতন ভাতাদি ও প্রাপ্যতা বিধিমালা ২০১১ মোতাবেক প্রদান করছেন না। সর্বোপরি প্রতিপক্ষগণের এমনতর কর্ম ন্যায়বিচার বা প্রাকৃতিক বিচার (natural justice) এর নিয়মবিরোধী বা পরিপন্থী।

প্রতিপক্ষগণের অবশ্যই করণীয় কার্য স্থানীয় সরকার ইউনিয়ন পরিষদ আইন ২০০৯ এবং স্থানীয় সরকার চাকুরী বিধিমালা ২০১১ মোতাবেক দরখাস্তকারীগণকে তথা বাংলাদেশের সকল

দফাদার এবং মহল্লাদারগণকে জাতীয় বেতন স্কেলের আওতাভুক্ত করা। সে মোতাবেক আমরা দৃঢ়ভাবে মনে করি আইন সংবিধান এবং সরকারের সকল সিদ্ধান্ত মোতাবেক দরখাস্তকারীগণের জাতীয় বেতন স্কেলে অন্তর্ভূক্ত করে যথাযথ নির্দেশনা প্রদান অত্র আদালতের কর্তব্য। অতএব, রুলটি চুড়ান্ত যোগ্য।

অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র রুলটি বিনা খরচায় চুড়ান্ত করা হলো।

আদেশ হয় যে, বিগত ইংরেজী ২রা জুন ২০১১ মোতাবেক জারীকৃত প্রজ্ঞাপন স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) কর্মচারী চাকুরী বিধিমালা, ২০১১ মোতাবেক দরখাস্তকারীগণ সহ বাংলাদেশের সকল দফাদার ও মহল্লাদারগণ স্ব-স্ব ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব কর্মচারী হেতু দরখাস্তকারীগণসহ বাংলাদেশের সকল দফাদার ও মহল্লাদারগন ২রা জুন ২০১১ তারিখ হতে (১) মহল্লাদারগণকে জাতীয় বেতন স্কেল ২০০৯ এর (বর্তমানে জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫) এর ২০তম গ্রেডে বেতন ভাতাদি প্রদান করতে এবং (২) দফাদারগণকে জাতীয় বেতন স্কেল ২০০৯ (জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫) এর ১৯তম গ্রেডে বেতন ভাতাদি প্রদান করতে প্রতিপক্ষগণকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

২রা জুন ২০১১ তারিখের পর হতে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) কর্মচারী চাকুরী বিধিমালা, ২০১১ বহির্ভূত ভাবে মহল্লাদার ও দফাদার এর যে কোন নিয়োগ অবৈধ ও বেআইনী মর্মে গন্য হবে। উক্ত তারিখের পর হতে বিধিমালা, ২০১১ বহির্ভূত যে কোন নিয়োগ আপনা আপনি বাতিল।

অত্র রায়টি Continuing Mandamus (চলমান আদেশ) হিসেবে থাকবে।

অত্র রায়ের অনুলিপিসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হউক।

বিচারপতি রাজিক-আল-জলিল

আমি একমত।